সংবাদ

তারিখ 04 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শিক্ষা ও আজকের শিশু

আবদুল মান্নান খান

পঞ্চম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা চলবে। কারণ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু না হওয়া পর্যন্ত পিএসসি তুলে দেয়া যাবে না। তুলে দেয়ার আগে প্রাইমারি স্কুলের অবকাঠামো ঠিক করতে হবে অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষ সেভাবে বাড়াতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। তাদের ট্রেনিং দিতে হবে। কারিকুলাম ঠিক করতে হবে আরও কত কি করতে হবে। তোমাদের এসব বোঝার কথা না কিন্তু বুঝতে হবে। কারণ তোমরা পাবলিক পরীক্ষায় বসবে আর এতটুকু বুঝবে না তা হয় না। বুঝতে তোমাদের হবেই। পাবলিক পরীক্ষা, দেশব্যাপী জাতীয় পরীক্ষা– সহজ কথা নয়। এখন বলতে গেলে, তোমাদের দিক তাকিয়ে রীতিমতো ভয় পাচ্ছি। ভাবছি, আমাদের ছেলেমেয়েরা মানে তোমাদের বাপ-চাচা, মা-খালারা কি প্রাইমারি স্কুলে কখনো পড়েছিল– মনে হচ্ছে না। প্রাইমারি স্কুল থেকে লেখাপড়া করে বেরিয়ে গেল, কবে কবে হাইস্কুলে ভর্তি হলো অথচ কেউ টেরই পেল না। সে আবার কেমন লেখাপড়া ছিল। তোমরা তো এখন দুনিয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছ গো-বাপুরা। মহা তোড়জোড় তোমাদের নিয়ে। হ্যাঁ বুঝেছি, এমনই হতে হবে– ভিত যত মজবুত হবে ততই না তোমরা উপরের দিকে নিরাপদে উঠতে পারবে। ভিত নিয়ে কাজ করা বলে কথা। এর জন্য গলদঘর্ম হয়ে আমরা যে প্রাণপাত করে ফেলছি সেটা শুধু লোকে জানলে হবে না তোমাদের জানতে হবে বুঝতেও হবে।

তোমরা তো শিশু কিন্তু শিশুর মতো থাকলে আর চলছে না। এখন প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সহজ হোক আর কঠিন হোক যায়-ই তোমাদের করতে বলা হবে– করে যেতে হবে। 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর' এ অমোঘ বাণীটি তোমরা এড়াতে পার না। মন খারাপ করলে চলবে না। ঘুম থেকে টেনেহিঁচড়ে তোমাদের আমরা তুলে নিয়ে যাব কোচিং সেন্টারে। জিপিএ গোল্ডেন পেতে হবে তো। এবং সেটা পাওয়ার আসল জায়গা হলো ওই কোচিং সেন্টার। জানোই তো সব বিষয়ে সমান পারদর্শী না হলে কিন্তু গোল্ডেন হবে না। ধর, তোমার যদি বিজ্ঞানের দিকে একটু ঝোঁক বেশি থাকে আমরা দুঃখিত আমরা তোমাকে সেদিকে বেশি বেশি এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করতে পারব না। এমন কি ইংরেজি বা গণিত বিষয়ে বেশি সময় যদি দিতে চাও সেটাও আমরা মেনে নিতে পারব না। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এমন সব বিষয়ের প্রতিও তোমাকে সমান বা আরও জোর দিতে হবে কারণ ওখানে পড়া বেশি। এমন কি এসব বিষয়ে তোমাদের আরও বেশি সময় দিতে হতে পারে কোচিংয়ে। কোন একটা বিষয় তোমার কাছে একটু হালকা মনে হলে কোচিং কম করবে তা হবে না। শুনেছো তো নিশ্চয়, তোমাদের বাপ-চাচারাও প্রাইভেট পড়ত কিন্তু তোমাদের মতো তাদের সব বিষয়ে পড়তে হতো না। তারা জানত বাংলা ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান ধর্ম এসব বিষয়গুলো নিজেদেরই পড়ে নিতে হবে। ইংরেজি এবং অংক এ দুটো বিষয়ে বেশিরভাগ প্রাইভেট পড়ত। কোন একটা বিষয়ে হয়তো কেউ একটু কম নম্বর পেল অন্য আরেকটাতে বেশি নম্বর পেয়ে সেটা সে পুষিয়ে নিত। প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড়ে নির্ধারিত হয়েছে ফলাফল। না, তোমাদের বেলায় তা হতে পারে না। কোন একটাতে একটু খারাপ করলেই শেষ। জিপিএ-৫, গোল্ডেন আর হলো না। আর এটা না হওয়া মানে তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার– এমনই ধারণা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে অতি সুকৌশলে। অভিভাবকরা আর কী করবেন সেই হাতিয়ে নেয়া মতলববাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় কি। কোন বিষয়ে ভালো-মন্দ লাগার কোন ব্যাপার চলবে না। সব বিষয় ভালো করতে হবে। ভালো মানে যেনতেন ভালো করলে হবে না একেবারে প্রত্যেক বিষয়ে গোল্ডেন মার্ক পেতে হবে। বলা যায় না ভবিষ্যতে তোমাদের সব বিষয়ে পিএইচডিও করা লাগতে পারে। তোমরা বলতেও পার এসবে তোমরা ভয় পাও না। তা ঠিক, কারণ তোমাদের সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে বড় বড় কোম্পানির মোটা মোটা সব নোট-গাইড বই। রয়েছে আরও কত কি।

বিনামূল্যে সরকারের দেয়া বই সহজ আছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক মহোদয়রা একটু ধরিয়ে দিলে তার সঙ্গে তোমরা একটু কষ্ট করলে কিন্তু হয়ে যায়। হচ্ছে না তাও নয়। তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠরা গ্রামে আছ– তোমাদের তো এ পথেই হাঁটতে হবে। তোমরা হয়তো

জিপিএ-৫, গোল্ডেন এসব একটু কম পাচ্ছ তাতে মন খারাপ করার কিছু নেই। শহর-গ্রামের বিত্তবানদের ছেলেমেয়েদের মতো লেখাপড়া করার সুযোগ-সুবিধা তোমরা কোথায় পাবে। সেদিকে তাকালে তোমাদের চলবে না। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই তোমাদের টিকতে হবে। নিজের চেষ্টায় অর্জনের স্বাদই আলাদা। কোথায় কে প্রশ্নপত্র ফাঁস করল, কে নকল করল, কে কারটা দেখে লিখল এসব দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করবে না। এমন সব হবে– ধর, পরীক্ষার একদিন আগে শুনলে ওই বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে তোমার সহপাঠীরা সব প্রশ্নপত্র হতে পেয়েও গেছে। তখন তোমার ভেতরে কী করি কী করি একটা অস্থিরতা শুরু হয়ে গেল। এটা হতে দেয়া যাবে না। স্বাভাবিক থাকতে হবে। পরীক্ষা দিতে হবে। দেখবে অনেকের থেকে অবশ্যই তোমার পরীক্ষা ভালো হয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া নিয়ে অ্যারেকটু বলি। ব্যাপারটা কিন্তু নতুন নয়। গুজব ছড়ানোও নতুন নয়। নতুন হলো এই ফেসবুক ই-মেইল মেসেজ ইত্যাদি। এসব প্রযুক্তি গতি বাড়িয়ে দিয়েছে সবকিছুর এই যা। একসময় হয়তো দেখা যাবে পরীক্ষা পদ্ধতি এমন হয়ে গেছে যে, ওগুলো ক্ষতিকর কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না অন্তত পরীক্ষার ক্ষেত্রে।

ধর, তুমি যে প্রাইমারি স্কুলে পড় সে স্কুলের পড়া শেষ হলো বার্ষিক পরীক্ষা দিলে পাস করলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহোদয় তোমাকে একখানা সার্টিফিকেট দিলেন যে, তুমি এই এই বিষয়ে এত এত নম্বর পেয়ে পঞ্চম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তুমি তখন ওইটা নিয়ে তোমার এবং তোমার অভিভাবকের সুবিধা মতো একটা হাইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হলে। না, এভাবে হবে না। তুমি এখন আর অত ছোট মানুষটি নেই যে তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দেয়া সার্টিফিকেটে তোমার চলবে। তার দেয়া সার্টিফিকেটে বিশ্বাস কি তার কথা কে শোনে। যদিও তিনি এবং তার সহকর্মীরাই তোমাকে পাঁচটা বছর ধরে হাতে করে গড়ে তুলেছেন ছোট্ট শিশুটি থেকে। পড়িয়েছেন আদর করেছেন বকেছেন। শেষে যাওয়ার দিন সেই মূল্যায়নের কাগজটা তোমার পকেটে গুজে দিয়ে আদর করে একটা চুমু দিয়ে বলবেন, যা মানুষ হ। সেটা হবে না। তুমি অনেক বড় হয়েছ তিনি তো আর বড় হননি। কাজেই তার সার্টিফিকেটে আর হয় কি করে। তিনি বিএ/এমএ পাস করে কত ট্রেনিং-পরীক্ষা দিয়ে এসে এখনও সেই গুরুই রয়ে গেছেন। সরকারের চাকরিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদাটুকু তাদের দেয়া হবে হবে করেও দেয়া হয়নি বহুদিন ধরে ঝুলে আছে। একাজটা করা গেলে প্রাইমারি শিক্ষা ক্ষেত্রে হয়তো অনেক পরিবর্তন আসতে পারত। প্রধান শিক্ষক তার স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হতে পারতেন। তাদের বেতন বিল ইত্যাদি স্বাক্ষর করতে পারতেন নিজের বিলটা নিজে ড্র করতে পারতেন এমন আরও কত কি। ফলে একটা প্রাইমারি স্কুল কিছুটা হলেও সেলফ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদাশীল হয়ে উঠতে পারত।

সে যাহোক, তোমরা দেখছ এখন আর কাউকে স্কুলে যাওয়ার কথা বলতে হয় না। সবাই স্কুলে যাচ্ছ কত আনন্দ করছ। সবাইকে সরকার বিনামূল্যে বই দিচ্ছে। তোমাদের বাবা-মার আর টাকা-পয়সা খরচ করে বই কিনতে হচ্ছে না। কত ভালো কথা। তোমরা তো এও বুঝে ফেলেছ যে, এখন সব শিশু স্কুলে যাচ্ছে এমন তো তোমাদের বাপ-চাচা ও মা-খালাদের সময় ছিল না। তারা তো অনেকে তাদের নামই লিখতে পারেন না তোমরা জান তাঁহলে দেখ কত পরিবর্তন এসেছে লেখাপড়ায়। এটা ধরে রাখতে হবে। লেখাপড়ার মান বাড়াতে হবে। তোমরা ভালোভাবে লেখাপড়া করলেই না মান বাড়বে।

৫ম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা তোমাদের অনেক কষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা থাকবে না। তোমরা তো জান প্রাথমিক শিক্ষা আর ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত নেই। এটাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিগত ৫-৬ বছরেও বিষয়টা কার্যকরী করা যায়নি। বলা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে সেটা আগে কার্যকরী করতে হবে তারপর ৫ম শ্রেণী থেকে সমাপনী পরীক্ষা তুলে দেয়া হবে আগেই বলেছি। কাজেই অপেক্ষায় থাকতে হবে। হবে বলে আশা রাখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় জিনিস আর কতদিন থাকতে পারে। যদি বলাও হয়, ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়াই দেশে সর্বনিম্ন লেখাপড়া হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ওই সার্টিফিকেটের বলে একজন সরকারের সর্বনিম্ন পদে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। একজন, লেখাপড়া জানা লোক হিসেবেও তিনি সমাজে বিবেচিত হবেন তা হলেও থাকতে পারে না। কারণ যারা আর পড়তে পারবে না তারা ওই পিএসসি পর্যন্ত যেটুকু শিখবে তা ভুলতে বেশি দিন সময় লাগবে না। তাছাড়া ৫ম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা এটা নজিরবিহীন। এমন নজির কোথাও আছে বলে কেউ বলছেন না। অবশ্য ভালো নজির সৃষ্টি করতে পারলে তো কথাই নেই। নজির সৃষ্টি হওয়ার মতো অনেক কাজ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অতীতে হয়েছে কিন্তু পিএসসির ক্ষেত্রে সেটা হবে বলে মনে হয় না।

আবার দেখ তোমাদের সঙ্গে পড়ছে এমন অনেকে আছে যাদের বাবা-মা গরিব। তারা যাতে স্কুলে আসে লেখাপড়া শেখে এবং আসতে আসতে আবার অভাবের কারণে বা শিক্ষার গুরুত্ব না বোঝার কারণে স্কুল ছেড়ে চলে না যায় তার জন্য তাদের সরকার থেকে টাকা দেয়া হয়ে হচ্ছে। এটাকে বলে উপবৃত্তি। খুবই একটা ভালো প্রোগ্রাম। আর বৃত্তি হলো তোমরা যারা পিএসসিতে ভালো করবে জিপিএ ফাইভ গোল্ডেন ইত্যাদি পাবে তারা পাবে বৃত্তির টাকা। এখন যদি পিএসসি উঠে যায় তাহলে তো বৃত্তি দিতে অসুবিধা। তুমি যেখান থেকে প্রাইমারির পড়া শেষ করে আসবে সেখান থেকে দেয়া মূল্যায়নপত্র তো বিশ্বাস করা যায় না আগেই বলেছি। এখন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য বাছাই করতে পিএসসি প্রয়োজন এবং এটাই নাকি অন্যতম একটা প্রধান কারণ পিএসসি তুলে না দেয়ার। তাই ভাবি বলতে ইচ্ছে করে যে, বলি– তাই যদি হয় তা হলে দুটোই তুলে দেন। পিএসসিও তুলে দেন এবং প্রাইমারির বৃত্তিও তুলে দেন। বিনামূল্যে যথাসময়ে সবাইকে বই তো দেয়াই হচ্ছে। হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে ভালো লেখাপড়া যারা করবে তারা বৃত্তি পাবে। ওই হাইস্কুল একটা নীতিমালার মাধ্যমে ঠিক করে কারা বৃত্তি পাবে। যতদিন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী না হচ্ছে ততদিন এমন ব্যবস্থাও তো হতে পারে। এর সঙ্গে ব্যাপক হারে বাড়িয়ে দিন উপবৃত্তি প্রদান। এতে করে একটা বড় কাজ হবে তা হলো ঝরে পড়া কমে যাবে– যেটা 'সবার জন্য শিক্ষা'র ক্ষেত্রে বড় একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জোরদার করুন 'স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম'। একে দেশব্যাপী চালু করুন। সবাইকে স্কুলে বিস্কুটের সঙ্গে একটা করে সিদ্ধ ডিম দেয়া হলে দেখা যাবে ঝরে পড়া কমে গেছে। এ দুটো তো পরীক্ষিত প্রোগ্রাম।

প্রিয় সোনামণিরা, এতক্ষণ যা বললাম, জানি তোমাদের কাছে তা পৌঁছাবে না। কারণ তোমরা এখনও খবরের কাগজ পড়া শেখনি। তবে আমার ভালোবাসাটুকু পৌঁছবে। কারণ আমি তোমাদের ভালোবাসি। লেখাপড়ার সঙ্গে তোমাদের জীবন হাসি আনন্দে ভরে উঠুক এই কামনা করি।